সকল পাঠক, পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ইংরেজি নববর্ষে প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ত্রৈমাসিক

আনন্দ অঙ্গন

এই জায়গায় বিজ্ঞাপন দিন মাত্র ৩০০ টাকায় (প্রতি সংখ্যার জন্য)। ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন (সাদা-কালো) প্রতি কলম সেমি ৫০ টাকা। প্রথম পাতার প্রতি কলম সেমি ৭৫ টাকা।

বর্ষ-৭, সংখ্যা-১, জানুয়ারি, ২০২০ AANANDA AANGAN মাঘ - ১৪২৬

গুরুদেবের চিত্রকলা

■ নন্দলাল বসু ■

সাহিত্যে তখন তাঁর জগৎজোড়া সুনাম, ধর্ম-রাজনীতি -সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তাশীল বলে তিনি পরিগণিত, শিক্ষা বিষয়ে তাঁর দুঃসাহসিক নিরীক্ষা দেশবিদেশের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং গানে গানে তিনি জয় করেছেন জনগণের হৃদয়, ঠিক এই সময় গুরুদেব শুরু করলেন ছবি আঁকতে। তাঁর চিত্রকলার অন্তরমহলে যাঁরা প্রবেশ করতে চান, তাঁদের এই কথাটি মনে রাখা দরকার।

বয়স সত্তরের সীমা ছুঁইয়ে, গুরুদেব তুলে নিলেন চিত্রকরের তুলি। সাহিত্য-সঙ্গীতের সিদ্ধ শিল্পী তিনি, জেনেছেন সামঞ্জস্য ও নির্বাচনের আন্তরতথ্য এবং গতি ও যতির সার্থক মূল্য। শিল্পের পক্ষে এই গুণগুলি অপরিহার্য, যা (জনৈক ইংরেজ সমালোচকের ভাষায়) 'প্রত্যক্ষও অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টি'র পরিপোষক, যার সাহায্যে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। নট ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের এই সাধারণীকৃতির ক্ষমতা প্রচুর ছিল। সুতরাং তুলি হাতে নেবার আগেই শিল্পী তিনটি অপরিহার্য গুণ আয়ত্ত করেছিলেন --- দ্বন্দ্বের চেতনা, সামঞ্জস্যের চেতনা, আত্মলীনতার চেতনা।

স্রষ্টার মনের আকাশে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত চিন্তার দল ভেসে আসে, একটি সুবিহিত ভাবনায় গাঁথা পড়ে তারা আকার নেয়, সুন্দর হয়। মানস বক্তব্য যখন রুপসী হতে চায়, তখন এই গ্রন্থনার ভেতর দিয়েই তাকে আসতে হয়; এর অভাবে ছন্দিত চরণ পরিণত হয় অর্থহীন সশব্দ বাক্যে। আবার শিল্প-কর্মমাত্রেই নিরুদ্দেশ্য, তাকে প্রাণদান করে শিল্পীর প্রতিভা। গুরুদেবের চিত্রকলার রূপায়ণের পশ্চাতে সদাসক্রিয় ছিল শিল্প হৃদয়ের মালাগাঁথা এবং প্রতিভার এই দীপ্ত স্বাক্ষর।

গুরুদেব প্রথম যৌবনে ছবি আঁকার চেষ্টা একবার করেছিলেন। সেসব ছবি, আমার মনে হয়, খুঁজলে এখনও পাওয়া যেতে পারে। তবে পাকাপাকিভাবে ছবির হাতে ধরা দিলেন একেবারে সত্তরের সীমানায় এসে। সকলেই জানেন, কোনরকম অপরিচ্ছন্নতাই তিনি পছন্দ করতেন না, রচনার কোনও অংশ কাটতে হলে পরিচ্ছন্নভাবে তার ওপর ঘন কালি লেপে দিতেন। ক্রমশঃ দেখলেন— ঐ অবগুণ্ঠিত কাটাকুটিগুলির ছন্দের রেশ একটা আদল ফুটে উঠেছে এবং ওদের এখানে-ওখানে একটু-আধটু কলমের আঁচড় দিলেই আকার নিচ্ছে, ফুল, পাখি কিংবা জন্তুর রূপ ধরছে। এইভাবে ছবি আঁকার তাগিদ এল মনের মধ্যে এবং ধীরে ধীরে তা রূপ নিল রীতিমতো চিত্রশিল্পায়নে।

ছন্দ কবিতার সম্পদ, কিন্তু কেবলমাত্র কবিতারই সম্পত্তি নয়। সব শিল্পেরই একটি করে নিজস্ব ছন্দ আছে, যা না থাকলে তারা সর্তক হতে পারত না। ছবির যে সৌন্দর্য তাও বিভিন্ন ছন্দের সমীকরণের ফল। প্রয়োজন অনুযায়ী ছন্দের অদলবদল হয়, শিল্পী নতুন নতুন পন্থায় সমন্বয়ের পথ খুঁজে ফেরেন। আত্মপ্রকাশের জন্য ছন্দের একটি স্বগত শক্তি থাকা দরকার, তা তার প্রাণশক্তি। গুরুদেবের ছবিগুলিতে ছন্দের এই প্রাণশক্তি দুর্মর বলিষ্ঠতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। এগুলিতে আর একটি বৈশিষ্ট্য ক্রমাসৃত জীবনের ঘনিষ্ঠ সহচারিতা, যে জীবন ক্লান্তিতে শীর্ণ নয়, সংগ্রামশক্তিতে উজ্জীবিত। তাঁর রেখা ও রঙের বিন্যাসে অবসাদ তাই অনুপস্থিত। এক আশ্চর্য সজীব প্রাণময়তা ছবিগুলির সহজাত গুণ। ভারতীয় শিল্পে এটি তাঁর একটি বিশিষ্ট অবদান।

রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন, তাকে দেখেছেন নানা রূপে, জেনেছেন নানা রসে। আকারের অন্তরে যে গোপন বিদেহী সত্ত্বা, তাকে তিনি সহজেই ছুঁতে পারতেন। যখনই ছবি আঁকতে বসতেন অবিচ্ছিন্ন ভাবনা স্বত: জন্ম নিত তাঁর মনে, সঙ্গে সঙ্গে 'কলম' চলত সেই অরূপ ভাবকে রেখা-রঙের রূপে অনুবাদ করতে (এখানে 'কলম' শব্দটি সচেতনভাবেই প্রয়োগ করেছি; কারণ গুরুদেব তুলি ব্যবহারই করতেন না, ছবিতে রঙ লাগাতেন প্রায়ই জোব্বার হাতার কোণ দিয়ে। এইভাবে সিদ্ধ শিল্পীর প্রতিভায় রূপ আর অরূপ অভেদে মিলে গিয়ে সমন্বয়ের সৃষ্টি করেছে। ক্রমশঃ

(সৌজন্যে: রবীন্দ্র বিচিত্রা)

রেখা চিত্রমের ৩৯ তম চিত্র প্রদর্শনী

বাসব চৌধুরী : ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯, এমনিতেই শুভদিন। যীশু খ্রিস্টের জন্মদিনে শীত পড়েছিল দুর্দান্ত। জমাটি শীত যাকে বলে তেমন। বিকেল ৫টার সময় এশিয়াটিক সোসাইটির বিধাননগরের মস্ত ইমারতে রেখাচিত্রম আয়োজিত রেখা ও রঙের প্রদর্শনী দেখতে দেখতে মন যে কখন ঝর্ণা থেকে নদী-পাহাড় হয়ে হরিণ শাবক এবং মানুষের মুখ হয়ে যাচ্ছিল, তা এককথায় ছিল অভাবনীয় অনুভব। অনেক গুণী মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে। তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য সকলের হয় না। রেখাচিত্রমের কর্ণধার শ্রী অরুণ কুমার চক্রবর্তী একে একে পরিচয় করে দিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি প্রফেসর ঈশা মহম্মদ, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীমতি কৃষ্ণা

চক্রবর্তী, এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ড: এস.বি. চক্রবর্তী, বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন উপাচার্য ড: অমিয় কুমার দেব, বারাসাত ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড: বাসব চৌধুরী, বাংলাদেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও চিত্র পরিচালক সাইরিয়ার কবির, প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রী নিরঞ্জন প্রধান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, কবি ও সাংবাদিক পবিত্র কুমার সরকার, জলসাঘর -এর সম্পাদক শ্রী রবীন পাল ও এশিয়াটিক সোসাইটির শ্রী রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জি। রেখাচিত্রম বিধাননগরে অবস্থিত শিল্প সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে কালক্রমে। কালক্রম কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ, একটা সময়ে রেখাচিত্রম খুব ছোট আকারে যাত্রা শুরু করেছিল প্রয়াত শিল্পী রেখা চক্রবর্তীর হাত ধরে। সেই শিশু পরিণতি পেয়ে আজ সনামধন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়েছে ভাবলে আমার মনে ব্যক্তিগত স্বপ্ন ও উদ্যোগের কথা

এরপর ৩ পাতায়

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা

চুয়াল্লিশ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা শুরু হবে ২৯ শে জানুয়ারি। শেষ হবে ৯ ফেব্রুয়ারি। বিগত বছরের মতো এবারও সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণে বইমেলা আয়োজিত হবে। এবার ৬০০র বেশি স্টল হবে। ইংরেজি বইয়ের জন্য ২টি বড় প্যাভেলিয়ন তৈরি হবে। এবার ১০০ বেশি ইংরেজি বইয়ের স্টল হবে। থাকছে হিন্দি, বাংলা ও অন্যান্য ভাষার বইয়ের স্টল। এবার একটি আন্তর্জাতিক ক্যাম্পাস তৈরির ভাবনা রয়েছে গিল্ডের। এবারের ফোকাস দেশ রাশিয়া। রাশিয়া আলাদা একটি বৃহৎ প্যাভিলিয়ন থাকবে। থাকবে বাংলাদেশের আলাদা প্যাভেলিয়ন। আর অতিরিক্ত ৩৬ টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেবে বইমেলায়। বইমেলায় ফোকাশ দেশ রাশিয়া একটি বড় চমক দিতে চলেছে। এবার রাশিয়ান স্টলগুলিতে রাশিয়ান বইয়ের বাংলা অনুবাদ করা বই পাওয়া যাবে। অন্যদিকে বাংলার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহর মতো সাহিত্যিকদের রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা বই পাওয়া যাবে এবারের বইমেলায়।

বইমেলা উপলক্ষ্যে এবার বিধাননগরের সেন্ট্রাল পার্ক আরও বেশি সুসজ্জিত হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তা। পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য হচ্ছে বিবিধ আয়োজন। থাকবে আরও জল, আরও সবুজ। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থকে বিধাননগরের অটো ইউনয়নের প্রতিনিধিদের বলে দেওয়া হয়েছে বইমেলা চলার সময় বাড়তি কোন ভাড়া নেওয়া চলবে না। বিধাননগরের যুগ্ম নগরপাল কুনাল আগরওয়াল সাংবাদিকদের বলেন, ভাড়ার তালিকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। সাধারণত যে ভাড়া নেওয়া হয়, বইমেলার সময়েও সেই ভাড়া নিতে হবে।

পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশু শেখর দে জানান, সব দপ্তরকে বলা হয়েছে পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় রেখে নিজেদের কাজ শুরু করতে। বইমেলা সবার উৎসব। তার সুনাম সবাইকে রক্ষা করতে হবে।

বইমেলায় বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা হবে দ্বিশতবর্ষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মবর্ষকে।

৪৪ তম কলকাতা বইমেলা

● স্থান সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্ক। ● ২৯ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ● সব মিলিয়ে ৭০০টি স্টল। ● উল্টোডাঙা, শিয়ালদহ, ধর্মতলা ও বারাসত থেকে বাড়তি বাস। ● দমকলের ৫টি ইঞ্জিন ২৪X৭। ● মোবাইলের নিরবচ্ছিন্ন নেটওয়ার্কের জন্য ৪টি মিনি টাওয়ার। ● দর্শকদের জন্য বিনামূল্যে পানীয় জলের পাউচ। ● ৫০০-র উপর গাড়ি পার্কিংয়ের বন্দোবস্ত। ● সাইকেল রাখার আলাদা স্ট্যান্ড।

অটোর বাঁধাধরা ভাড়া

● করুণাময়ী-উল্টোডাঙা	১৫ টাকা	● করুণাময়ী-নিউটাউন	১৩ টাকা
● করুণাময়ী-বেলেঘাটা	১২ টাকা	● করুণাময়ী-কাঁকুড়গাছি	১৩ টাকা
● করুণাময়ী-সেক্টর ফাইভ	১২ টাকা	● করুণাময়ী-ফুলবাগান	১৪ টাকা

অটো সংক্রান্ত অভিযোগ জানানো যাবে ৯০৫১২১৩১০০ কিংবা ০৩৩ ২৩২৪ ০০৫৩ নম্বরে

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির

আনন্দ-অঙ্গন

সম্পাদকীয়

ইংরেজি নববর্ষ

শুরুতেই ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। পুরানো বছরের সবকিছু পিছনে ফেলে মিঠে শীতের পরশ নিয়ে নতুন বছর এলো আমাদের দ্বারে। নতুন বছরের শুরুতেই মন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। প্রত্যাশায় বুক বাঁধে সবাই। ফেলে আসা দিনগুলোর ব্যর্থতা, হাজারো সমস্যা, প্রতিকূলতা, পরাজয় যেন আর আমাদের গ্রাস না করে।

নতুন বছরের শুধু এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার। গতি আর আনন্দ জীবন থেকে চলে গেলে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দের পতন ঘটে। অন্তসার শূণ্য হয়ে যায় জীবন। হারিয়ে যায় জীবনের সুরও।

নতুন বছর সম্ভাবনাময়, সুখী ও সমৃদ্ধির বছর হয়ে ওঠুক সবার— এই প্রত্যাশা রাখি।

জন্মশতবর্ষে স্মরণ বিরল গবেষক শিবনারায়ণ রায়কে

বর্তমান প্রজন্মের অল্প ক'জন হয়তো শিবনারায়ণ রায়ের নাম শুনেছেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় প্রতিষ্ঠিত র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজম তত্ত্বের যে ক'জন অনুগামী ছিলেন তিনি তাঁদেরই একজন। তার চেয়েও তাঁর বড় পরিচয় মেধা ও মননে তিনি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁরই অনুরাগীরা ২০ জানুয়ারি বাংলা আকাদেমিতে শিবনারায়ণ রায় জন্মশতবর্ষ পালন করলেন বিনম্র অনুষ্ঠানে। জীবনের প্রান্তভাগে শিবনারায়ণ মেলবোর্নে কাটিয়ে ছিলেন। এদিন আনন্দ পাবলিশার্স বিবেকী বিদ্রোহের পরম্পরা নামে লেখকের একটি রচনা সংকলন প্রকাশ করে। শিবনারায়ণ জন্মশতবার্ষিকী আলোচনার স্বরগ্রাম উচ্চ লয়ে বাঁধা ছিল। মানুষ, লেখক ও গবেষক শিবনারায়ণ তো উঠে এলেনই,অনেক অনালোচিত তথ্য উদঘাটিত হল। বাংলাদেশের লন্ডনপ্রবাসী গবেষক গোলাম মুর্শেদ জানালেন, শিবনারায়ণের অনুপ্রেরণায় তিনি আট বছর গবেষণা করে 'আশার ছলনে ভুলি' নামে পূর্ণাঙ্গ মধুসূদনের জীবনী লেখেন। দ্বিতীয় কাহিনী 'হেনরিয়েটা ফরাসি নন, বৃটিশ ছিলেন'—এটাই তাঁর গবেষণার লব্ধ প্রাপ্তি। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রাজশেখর বসু ও শিবনারায়ণের ত্রিভুজ সম্পর্ক দিক আলোচনা করেন অমিয় দেব। প্রবন্ধকার আশিস লাহিড়ী রবীন্দ্র বিনির্মাণের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেন। তিনি জানালেন, শিবনারায়ণ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক অক্ষয় কুমার দত্তের অনন্যতা ও অসাধারনত্ব বাংলার পাঠকদের জানিয়ে গেছেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কবি জয় গোস্বামী, শিল্পী শুভাপ্রসন্ন ও এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি চিত্রশিল্পী ঈশা মহম্মদ। শিবনারায়ণ নিজেও ছবি আঁকতেন, আবার একদা কবিতাও লিখেছিলেন বাংলাদেশের তানিয়া দাসের আবৃত্তিতে জানা গেল। এছাড়া বাংলাদেশের ধীমান পালও আবৃত্তি করেন। সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত অধ্যাপক হোসেবুর রহমান। তিনি সরল ভঙ্গীতে বলেন, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে কফি হাউসে যখন প্রায় সবাই কমিউনিস্ট, তাদের মধ্যে ভিন্ন মেরুর ভিন্ন ধর্মী ছিলেন অম্লান দত্ত, শিবনারায়ণ রায়, গৌরকিশোর ঘোষ। তাদের সম্পর্কের রসায়ন অদ্ভুত ছিল। তাঁরা ছিলেন প্রকৃত মানবিক। শিবনারায়ণ রায় জন্মশতবর্ষ স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি ২৫ জানুয়ারি বাংলা আকাদেমিতে অনুষ্ঠিত হবে।

শিল্পকলা একাডেমি আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট-এর চতুর্থ বার্ষিক সমাবর্তন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

বাংলার প্রাচীন চিত্রকলা ও পটচিত্র

বাংলার প্রাচীন চিত্রকলার সর্বপ্রধান নিদর্শন হল আল্পনা। প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলার গৃহে বা নানাস্থানে আচার অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বন, ব্রত ইত্যাদিতে আল্পনা দিয়ে সাজানোর প্রচলন আছেন। এ এক অপরিহার্য প্রথা।

আল্পনা চিত্রের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। স্বভাবতই শিল্পী তাঁর মনের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের লতা-পাতা, ফুল-ফল, ধানের শীষ, মাছ, পশুপাখী, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন ইত্যাদি দৃষ্টিনন্দন ছবি দিয়ে ভূমিতে বা দেওয়ালে বিভিন্ন ধরনের ভেষজ প্রাকৃতিক রঙ যেমন এলামাটি, গেড়িমাটি, খড়ি, সিঁদুর ইত্যাদির সাহায্যে অঙ্কন করে থাকেন।

বৈষ্ণব যুগ বা তারও আগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে আল্পনা দেওয়ার প্রচলন ছিল তা আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যে পেয়েছি এবং বাংলাদেশে আর্যধর্ম প্রবেশের কাছাকাছি সময়ে আল্পনা দেওয়ার প্রচলন ঘটে।

বাংলার চিত্রশিল্পের ইতিহাসের আদি হল পটচিত্র, বাংলার পটচিত্রগুলির বিষয়বস্তু ছিল মূলত ধর্মের দেবদেবী, এখানে পটচিত্র নির্মাণে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই প্রভাব পরিলক্ষিত। যেমন, মুসলমান আমলে 'গাজীর পট' নামে একপ্রকার পালাগানের চিত্রপটের উল্লেখ পাওয়া যায়। অপরদিকে হিন্দু ধর্মের দেবদেবীর উল্লেখ্যে পটের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মের দেবদেবীদের পৌরাণিক কাহিনী উল্লেখ করাই ছিল পটচিত্রের মূল উদ্দেশ্য। বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে পটচিত্র অঙ্কনের প্রচলন ছিল।

বাংলার পটে দুই ধরনের পটচিত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জড়ানো পট ও চৌকো পটে বাংলার কালীঘাটের পটশিল্পীরা বা পটুয়ারা চৌকো পটে ছবি আঁকতেন। প্রাচীনকালে পটচিত্রই ছিল বাংলার ঘরে ঘরে লোকশিক্ষার উপায় স্বরূপ। কালীঘাটে পটচিত্রের বিষয়বস্তু হল বিভিন্ন দেবদেবী ও তাদের কাহিনী যেমন, হরপার্বতী, শ্রীদুর্গা, দেবী মনসা, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি। মূলত কালীঘাটে মন্দিরের তীর্থযাত্রীদের ভক্তিকে কেন্দ্র করেই এরূপ পরিকল্পিত চিত্র রচনা করা হত এবং তীর্থযাত্রীরা সেগুলি অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করতেন। কালীঘাটের পটুয়ারা ছিলেন বংশানুক্রমিক শিল্পী, তাদের বাড়ির সকলেই অর্থাৎ মেয়ে, বৌ, পুরুষ প্রত্যেকেই এই ছবি আঁকতেন। একটি ছবি থেকে অনেকগুলি ছবি কপি করা হত। ছবিগুলো ছিল ছকে বাঁধা। সেখানে অবয়বের ক্ষেত্রে মুখটিকে পাশ থেকে ও দেহটিকে সামনে থেকে দেখানো হত, দেহের গঠনের ক্ষেত্রে কোন বাস্তবধর্মীতা বা পাশ্চাত্য রীতির প্রভাব ছিল না। বর্ণ ব্যবহার ছল সীমিত এবং সেক্ষেত্রে ভেষজ রঙে টেম্পারা পদ্ধতিতে ছবিগুলি তৈরি করা হত। চিত্রে প্রতিটি অবয়বকে দেহেঘেরের রেখায় আবৃত করা হত এবং মনোরঞ্জনের জন্য চিত্রপটকে নানাভাবে ভরিয়ে তোলার প্রয়াস ছিল। হিন্দু ধর্মের দেবদেবী ছাড়াও সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়েও ছবি আঁকা হত। তবে এই সকল চিত্রে শিল্পীদের নির্দিষ্ট করে কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

কালের নিয়মে বাংলার পটচিত্রের চর্চা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেলেও বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিল্প জগতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যস্বরূপ তা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

দিতে পারিস

শরৎ কুমার মন্ডল

এমন একটি সকাল দিতে পারিস
যেখানে শিশির মেঘে ছুটে যাবে
হলুদ কিশোর স্বপ্ন
এমন একটি কথা দিতে পারিস
সে হবে জ্যোস্নার মতো স্নিগ্ধ
আকাশের মতো অসীম
সমুদ্রের মতো গভীর
মৃত্যুর মতো নির্মম সত্য,

এমন একটি প্রেম দিতে পারিস
কষ্টি পাথরের যাচাই করা
নির্ভেজাল পাকা সোনা
ঊষার সূর্যের মতো নির্মল পবিত্র,
এমন একটি মন দিতে পারিস
নিশ্চিন্তে সেখান বাঁধব ভালোবাসার বাসা,
ছুটে যাবে উষ্ণ প্রস্রবণ
ফুটে উঠবে ভালো লাগার
শ্বেত শুভ্র প্রতিফলন।

এমন একটি শান্তি দিতে পারিস
যেখানে বিশ্বায়নের ভাইরাস গ্রাস করবে না
ছুঁতে পারবে না সমাজের জটিলতা
অনাবিল আনন্দে ভরে থাকবে
শুরু থেকে শেষ;

এমন একটি দেশ দিতে পারিস?
যেখানে ছাড়া নীড় তরু ছায়
সবুজ কিশলয় লতায় পাতায়
নিঃকণ্ঠ স্বর্গ শিশুর আবাস ভূমি।

'ফুলকি' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ

শ্যামনগরের রবীন্দ্রভবনে লেখক শিল্পী সমন্বয়ের সম্প্রীতি উৎসব মঞ্চে ১০.১১.২০১৯ তারিখ তরুণ প্রজন্মের খ্যাতনামা কবি কৃষ্ণ বর্মনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ফুলকি'র শুভ উদ্বোধন করলেন প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী কাজল সুর মহাশয়। এই মহতী অনুষ্ঠানর উজ্জ্বল উপস্থিতি কবি শশাঙ্ক দাসবৈরাগ্য, কেশবরঞ্জন দে, কবি ও সহযোগী সম্পাদক (প্রতিভাস) শ্যামলন্দু চৌধুরী, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী প্রীতম ভট্টাচার্য, উষশী ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্ট গুণীজনেরা।

কবি কৃষ্ণ বর্মন পেশায় শিক্ষক, বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে নিয়মিত তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। ২০১৮ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চোপ-এখানে কথা বলা বারণ', আর 'ফুলকি-একটি আগুন কাব্য' তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'ফুলকি' কাব্যগ্রন্থটি প্রতিভাস প্রকাশন থেকে প্রকাশিত।

বাংলা সাহিত্যে ইন্দ্রপতন

বাংলা সাহিত্যের দিকপাল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখিকা নবনীতা দেব সেনের জীবনাবসান হল ৭ নভেম্বর। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত লেখিকা কলকাতায় নিজ বাসভবন শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন নবনীতা দেবসেন।

নরেন দেব ও রাধারানী দেবীর কন্যা নবনীতা দেবসেন যাদপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অর্মত্য সেনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল ১৯৫৯ সালে। ১৯৭৬ সালে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তাঁর দুই কন্যা বর্তমানে অন্তরা দেব সেন ও নন্দনা সেন। তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে পৃথিবীর একাধিক ভাষায়। ১৯৫৯ সালে প্রথম বই 'প্রথম প্রত্যয়' প্রকাশিত হয়। নটী নবনিতা'র জন্য ১৯৯৯ সালে তাঁকে সাহিত্য একাডেমী সম্মানে ভূষিত করে ভারত সরকার। ২০০০ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনাগুলির মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযাগ্য — ভালবাসার বারান্দা, হে পূর্ণ তব চরণের কাছে ও ট্রাকবাহনে ম্যাকমোহন। নবনীতা দেবসেনের মৃত্যুতে শোকাহত সংস্কৃতি জগত।

বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক শুভা দত্তের জীবনাবসান

প্রয়াত বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক শুভা দত্ত। বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শুভা দত্ত। শুভা দত্তের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজের বিশিষ্টজনেরা। কলকাতাতেই জন্ম ও বেড়ে ওঠা শুভা দত্তর। নির্মলানন্দ সেনগুপ্তর পাঁচ সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা ছিলেন শুভা দত্ত। বরুণ সেনগুপ্ত ছিলেন তাঁর প্রিয় মেজদা। তাঁকে নিয়েই লিখেছিলেন 'মেজদা' বইটি।

২০০৮ সালের ১৯ জুন বর্তমান-এর প্রতিষ্ঠা সম্পাদক বরুণ সেনগুপ্তের প্রয়াণের পর পত্রিকার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার কাঁধে নেন শুভা দত্ত। তার আগে থেকেই অবশ্য তিনি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই সময় বর্তমান-এর মাসিক পত্রিকা 'সুখী গৃহকোণ'-এর সম্পাদনা করতেন তিনি। বরুণ সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর তিনি দক্ষতার সঙ্গে 'বর্তমান' সংবাদপত্রটি পরিচালনা করেন।

প্রকৃতির খোঁজে

সুশীল মন্ডল

প্রকৃতির খোঁজে গাছের কাছে গেলাম
গাছ বলল
আমি আর প্রকৃতি নেই।
কেয়াপাতার নৌকায় পাল তুলে
নদীর কাছে গেলাম
নদী বলল
আমি আর নারী নই।
চেনা বৃত্তের বাইরে গিয়ে
শুভ্র জ্যোৎস্নার কাছে গেলাম
চাঁদ বলল
আমি উত্তাপহীন নিসর্গের কেউ নেই।
প্রেমজ বৃষ্টির কাছে নতজানু হয়ে বসলাম
বৃষ্টি বলল
আমি খন্ড খন্ড ভাঙচুরে আর কবিতা
হয়ে উঠতে পারি না।

সোনার পাথরবাটি

জয়ন্তী দেবনাথ

স্থির জলে ঢিল ছুঁড়ে হৃদয় আঁকি রোজ
নেশায় বুঁদ হয়ে দেখি গুমেট জোনাকি
রাত্তির
স্বপ্নদোষে ধরে রাখি পবিত্র জীবন
একবার জাগলেই রসিক মৃত্যু তোরঙ
হারিয়ে যায় একটা করে দিন সারা
জীবনের মতন ...
অভ্যাস মত ছুঁতে যাই হলুদ পাখির ডানা
গুঁড়ো গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে
সোনার পাথরবাটির মত প্রেম
জেনে যাই এও তো একপ্রকারের প্রেম ...

রেখা চিত্রমের চিত্র প্রদর্শনী

১ পাতার পর

মনে পড়ে যায়। বাঙালি সাধারণত অলস বলে একটা ধারণা আছে। রেখাচিত্রমের প্রাণস্পর্শী ছবিগুলি দেখে প্রাণ যে কিভাবে জেগে ওঠে, তা প্রাণই জানে। মানুষও তো প্রাণী। প্রাণ না থাকলে প্রাণী প্রাণহীন হয়ে বেঁচে থাকে। সেই বেঁচে থাকার মধ্যে আনন্দ থাকে না। চিত্র এবং সংগীত মানুষের চক্ষু এবং কর্ণকে পরিশীলিত করে; প্রাণের বিকাশ ঘটায়। রেখাচিত্রম বিধাননগরের অসংখ্য শিশু, কিশোর, যুবক, যুবতীকে শিল্পের পথে পরিচালিত করে তাদের সংস্কৃতি মনস্ক হতে সাহায্য করে। আমাদের চতুর্দিকে বড় দ্রুত পালটে যাওয়া পৃথিবীর বুকে 'বাজার' বড় বেশি প্রতীয়মান হয়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা বাজারে আসা মানুষের মুখগুলিকে ব্যাজার করে তোলে প্রায়ই। সেই সময় মুখও যখন ছবি দেখে হাসিতে উছলে ওঠে তখন অন্তত কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়, আহারে পৃথিবীতে যদি এমনই হাসি খুশিতে ভরে থাকতো! রেখাচিত্রম এবং এশিয়াটিক সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনী সত্যিই মন ছুঁয়ে গেছে।

সেদিনই একই স্থানে আরেকটি প্রদর্শনী ছিল। সেটি হল পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুদ্রণ সংক্রান্ত উদ্যোগ এবং প্রতীভার উপরে। বিদ্যাসাগর বাংলা অক্ষর সূচি থেকে দীর্ঘ-ঋ এবং দীর্ঘ-৯ বর্জন করেছিলেন। প্রদর্শনীতে সেই বিষয়ে উল্লেখ ছিল। এছাড়াও বাংলা ভাষায় খণ্ড-ত-এর ব্যবহার নতুনভাবে শুরু করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের পূণ্যজন্মের ২০০ বছরের মাথায় এমন একটি প্রদর্শনী পন্ডিত মানুষকে ঋদ্ধ করবে। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯-এর সন্ধ্যাবেলাটা যে কি অসম্ভব উপভোগ্য হয়েছিল, তা কিভাবে বোঝাবো! মনের ভিতর জেগে ওঠা সব অনুভব কি লিখে বলা যায়? আর বলা গেলেও সব কি লিখে ওঠা যায়! রেখাচিত্রমের কর্ণধার শ্রী অরুণ চক্রবর্তী এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডঃ সব্যসাচী চক্রবর্তীর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এমন উদ্যোগ আরও অনেক বেশি করে পেতে চাই, দেখতে চাই, উপভোগ করতে চাই। মানুষের চাওয়ার শেষ হয় না। শ্রেষ্ঠের কোনও ক্ষয় নেই।

(লেখক — উপাচার্য বারাসত ইউনিভার্সিটি)

শিশু দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

পূজা সাহা : গত ১৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ শিশু দিবসে বহরমপুর সৈদাবাদে গুরুদাস তারাসুন্দরী ইনস্টিটিউশন অডিটোরিয়ামে 'মর্নিং গ্লোরি কিডস প্লে স্কুল' তাদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ছোট শিশু শিক্ষার্থীদের নাচ, গান, নাটক উপস্থাপনায় সেদিনের সন্ধ্যাবেলা জমে উঠেছিল। দর্শকবৃন্দের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে বন্য প্রাণী ও বনভূমি সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষা বিষয়ে। সচেতনতামূলক নাটক 'সবুজ বন' দেখে দর্শকমন্ডলী ভীষণ আপ্লুত হয়েছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র মুকাভিনয় শিল্পী ও বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক এবং সমাজসেবী সুজিত কুমার দাসের রচনা, পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় প্রায় ২১ জন খুদে শিশু দক্ষতার সঙ্গে নাটকের অভিনয় করে সকলের হৃদয় ছুঁয়েছে। নাটকে শিশুরা খুব সুন্দরভাবে পাখি, হরিণ, গাছ, ঢোল বাজনা, সেপাইয়ের হাতের লাঠি ইত্যাদি মুকাভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে। নাটকে আবহ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সিনথেসাইজারে সৌরভ চক্রবর্তী ও তবলায় বুবুন ব্যানার্জি খুব সুন্দরভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া খুদে অভিনয় শিল্পীরা মুখ দিয়ে বিভিন্ন পাখির ডাক ও ছন্দে ছন্দে শব্দ করার মাধ্যমে দারুন আবহ সৃষ্টি করেছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পিয়ালি বাগচী ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক সাগরনীল বাগচী নাট্য পরিচালক সুজিত কুমার দাসকে সংবর্ধনা প্রদান করেছেন।

রাষ্ট্রপুঞ্জে সেরা মালালা

তালিবানি রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মালালা ইউসুফজাই-কে এই দশকের সবথেকে বিখ্যাত তরুণীর মর্যাদা দিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। সংগঠনের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'খুব কম বয়স থেকেই নারীশিক্ষার পক্ষে সওয়াল করে আসছেন তিনি। তালিবানি নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।' তালিবানি ফতোয়া উপেক্ষা করে স্কুলে যাওয়ার 'অপরাধে' কিশোরী মালালাকে গুলি করেছিল জঙ্গিরা। একাধিক অস্ত্রোপচারের পর প্রাণে বেঁচেছিলেন তিনি। সেই হামলা তাঁকেও আরও শক্তি জুগিয়েছে নারীশিক্ষার হয়ে লড়াই করার জন্য। সবচেয়ে কমবয়সী নোবেল পুরস্কার প্রাপক তিনি। ২০১৭ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে শান্তির দূত হিসেবে নিয়োগ করে তাঁকে। যখনই বিশ্বের কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, সরব হয়েছেন মালালা। রাষ্ট্রপুঞ্জের হিসেবে তাই তিনিই এ দশকের সবথেকে বিখ্যাত তরুণী।

বৃদ্ধবৃদ্ধাদের শীতবস্ত্র প্রদান সুন্দরবনের পাখিরালয়ে

ক্যানিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা মঠের দিঘী পল্লী সেবাসদন-এর ব্যবস্থাপনায় রঞ্জিত হালদার মহাশয়ের প্রচেষ্টায় সুন্দরবনের সোনাগাঁ, দুলকি ও পাখিরালয়ের বাঘ ও কুমির আক্রান্ত ৭০ জন বৃদ্ধবৃদ্ধার হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা আগামী দিনের সুন্দরবনের রূপকার অর্পন দাস ও সুন্দরবনের

প্রাণপুরুষ তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ডঃ অরুণ দুলাল পাল।

তানিশা বিশ্বাস, প্রান্তিক আর্ট সেন্টার

সর্ব ভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ অনুমোদিত আর্ট স্কুল

প্রাঞ্জল কুণ্ডু, কৃষ্টি দি স্কুল অফ আর্ট

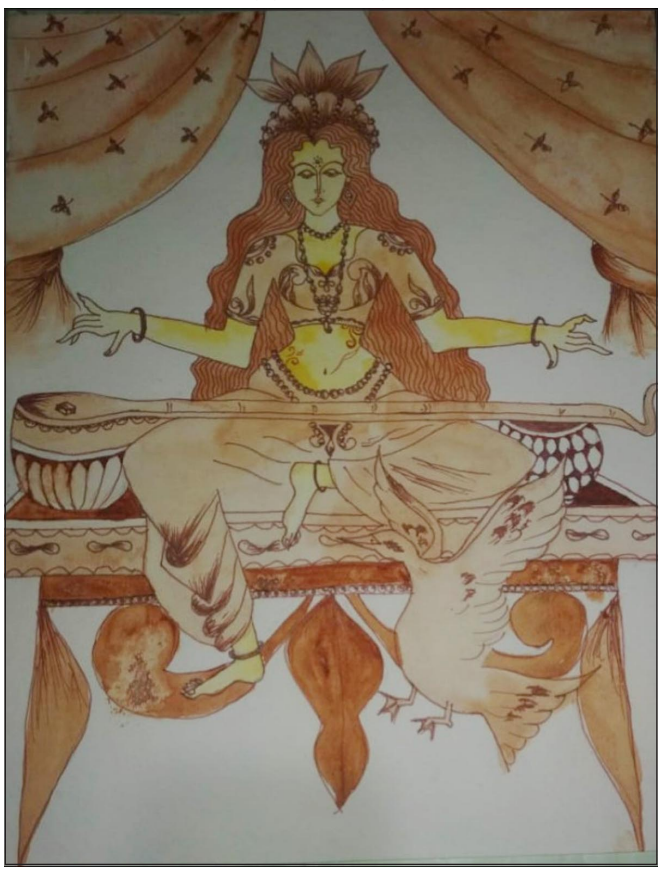

প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস, আকাশ কুসুম আর্ট স্কুল

বিদিশা মুখার্জি, শিল্পকলা একাডেমি আর্ট এন্ড ক্র্যাফ্ট

উইজডেনের দশক সেরা বিরাট কোহলি

উইজডেনের বিচারে এই দশকের সেরা পাঁচ ক্রিকেটারের তালিকায় সবার উপরে বিরাট কোহলি। তাঁর পরে দুটো স্থান ভাগাভাগি করে নিয়েছেন দুই দক্ষিণ আফ্রিকান তারকা ডেন স্টেইন ও এবি ডে ভিলিয়ার্স। চার নম্বরে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। গত এক দশক ধরেই যিনি বিরাটের এক নম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী। উইজডেনে পাঁচ নম্বরে যাঁকে রেখেছে, তিনিও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার। মেয়ে ক্রিকেটার এলিস পেরি। যিনি রয়েছেন দশক সেরা ক্রিকেটারের তালিকায় পাঁচ নম্বরে।

তবে এক নম্বরে বিরাট

কোহলিকে রাখা ছাড়া আর কোনও জায়গা ছিল না। পরিসংখ্যান বলছে, গত দশ বছরে বিরাট বিশ্বের অন্য ক্রিকেটারের চেয়ে ৫,৭৭৫ রান বেশি করছেন। উইজডেন যে টেস্ট টিম করেছে, তার অধিনায়কও বিরাট কোহলি।

উইজডেন তাদের লেখায় ভূয়সী প্রশংসা করেছে বিরাটের। তারা লিখেছে, 'সচিন তেন্ডুলকরের অবসরের পর এবং মহেন্দ্র সিং ধোনি টেস্ট খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর বিশ্বের আর কোনও ক্রিকেটারকে বিরাটের মতো চাপ নিয়ে খেলতে হয়নি। প্রতি মুহূর্তে কোহলি চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিজেকে ছাপিয়ে গিয়েছে। বিরাট একমাত্র ক্রিকেটার যিনি ধারাবাহিকভাবে তিন ফর্ম্যাটেই ৫০ গড় রাখতে পেরেছে। ২০১৪ সালের ইংল্যান্ড সফরের পর থেকে কলকাতায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট পর্যন্ত বিরাটের গড় ৬৩। তার মধ্যে রয়েছে ২১টি সেঞ্চুরি, ১৩ টি হাফ সেঞ্চুরি। স্টিভ স্মিথও বলেছেন, বিরাটের মতো কেউ নেই।'

এক দশকের বিরাট টেস্টে ৭,২০২ রান করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে ২৭ টি সেঞ্চুরি। ওয়ান ডে-তে বিরাটের রান ১১,১২৫। টি-টোয়েন্টিতে ২৬৩৩। সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে কোহলির আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির সংখ্যা ৭০। সেঞ্চুরির নিরিখে তাঁর সামনে রিকি পন্টিং (৭১) এবং সচিন তেন্ডুলকর (১০০)। সবচেয়ে বেশি রানের তালিকাতেও কোহলি তিন নম্বরে (২১৪৪৪)। সামনে সেই পন্টিং (২৭৪৮৩) এবং সচিন (৩৪৩৫৭)। এরপরে বিরাটকে ছাড়া আর কাকে সেরা বাছবে উইজডেন।

শ্বেতা বিশ্বাস, আঁকন কলাকেন্দ্র

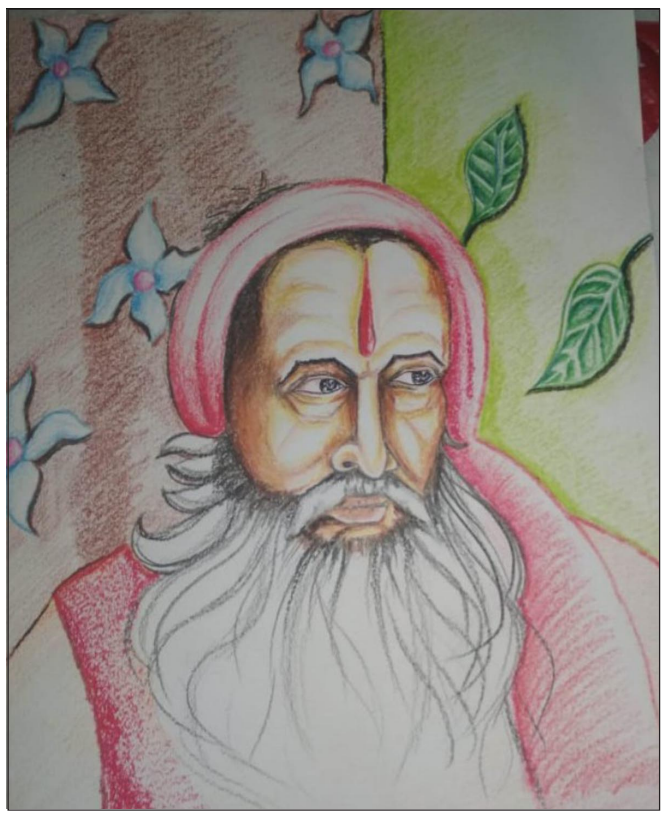

মেঘা সাহা ভৌমিক, চিত্রকলা কেন্দ্র

SARBABHARATIYA SHILPAKALA PARISHAD S.S.P. Regd. State Government

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

ঘোলা (সি ব্লক), প্লট নং- ৭২১, সোদপুর, কলকাতা-৭০০ ১১০
যোগাযোগ ঃ 8617847889/9382831611/ 9874566708/8910739009
Email : shilpakalaparishad@gmail.com
Whatsapp: 8617847889/9874566708
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২, যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮
Facebook : sarbabharatiya shilpakala parishad

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদ

বর্তমানে সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় থাকা চিত্রশিল্পী, অঙ্কন শিক্ষক, শিক্ষিকার দ্বারা প্রশংসিত। এই প্রতিষ্ঠান শিল্পীর শৈল্পিক স্বপ্নকে জাগিয়ে তুলবে সৃষ্টির প্রেরণার মাধ্যমে।

সর্বভারতীয় শিল্পকলা পরিষদের শিল্প সমৃদ্ধ পাঠাগার, শিল্পকলা ও অঙ্কন শিল্পীদের অধ্যয়ন এবং গবেষণা ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার কর্তৃক এন. পি. এ-৩৫৫, নজরুল পল্লী, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-১০২ হইতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। যোগাযোগ ঃ ৯৮৭৪৫৬৬৭০৮ (মোঃ ও হোয়াটস্অ্যাপ), ৮৯১০৭৩৯০০৯। সম্পাদক ঃ কার্ত্তিক চন্দ্র সরকার।E-mail : k.sarkar151071@gmail.com